১. বিয়ের ছয় মাস পর নাজমার স্বামী মারা যায়। সন্তানহীনা নাজমা সংসারে অভাব আছে বলেই মর্যাদাসম্পন্ন নারী হয়েও কবির সাহেবের বাড়িতে কাজ নেয়। কবির সাহেবের মাতৃহারা শিশুসন্তান রনি ও রানাকে নাজমা সন্তানের স্নেহে লালন-পালন করে। উচ্চ শিক্ষিত রনি ও রানা এখন নাজমাকে মায়ের মতো সম্মান করে। কবির সাহেবের সংসারে স্বর্গসুখ এনে দিয়েছে নাজমা।

ক. গৃহকর্মে মমতাদির মাইনে কত টাকা ঠিক হয়েছিল?

খ. "বেশী আস্কারা দিও না। জ্বালিয়ে মারবে"- ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে নাজমা 'মমতাদি' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিচ্ছবি? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের কবির সাহেবের পরিবারে স্বর্গসুখ এনে দিতে নাজমার যে ভূমিকা ছিল, তা 'মমতাদি' গল্পের সমগ্র মূলভাবকে ধারণ করে – যৌক্তিক মতামত দাও।

২. গ্রামের ডানপিটে ও দুষ্ট ছেলেদের দেখে স্কুলের নতুন স্যার তাদের একটি পাঠাগার গড়ার পরামর্শ দিলেন। অল্পদিনের মধ্যে স্কুলের একটি অব্যবহৃত কক্ষ পাঠাগারে পরিণত হলো। নতুন স্যারের তত্ত্বাবধানে ঐসব ছেলের মাটির ব্যাংকে জমানো টাকায় পাঠাগারটি বিভিন্ন স্বাদের বইয়ে ভরে উঠল। ধীরে ধীরে ওরাসহ গ্রামের অনেকেই বই পড়ায় আগ্রহী হয়ে উঠল।

ক. প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক ছদ্মনাম কী?

খ. 'পাস করা ও শিক্ষিত হওয়া এক বস্তু নয়'- বুঝিয়ে লেখো।

গ. নতুন স্যারের চেতনাবোধ 'বই পড়া' প্রবন্ধের কোন চেতনাকে সমর্থন করে?- ব্যাখ্যা করো।

ঘ. গ্রামের ছেলেদের মানসিক পরিবর্তনের দিকটি 'বই পড়া' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

৩. জ্ঞানের কথা জানা হয়ে গেলে আর জানতে ইচ্ছে করে না-তা মেনে মনে আনন্দও জন্মে না। সূর্য পূর্বাকাশে ওঠে- এই তথ্য আমাদের মন জানে না। কিন্তু সূর্যোদয়ের যে সৌন্দর্য ও তা দেখার যে আনন্দ তা সৃষ্টির আদিকাল থেকেই বিদ্যমান। তাই সৌন্দর্য ও আনন্দানুভূতি পাঠক হৃদয়ে জাগিয়ে তোলাই সাহিত্যের কাজ।

ক. মহাকাব্যের মূল লক্ষ্য কী?

খ. কমেডি নাটক কীভাবে আমাদের সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তোলে?

গ. উদ্দীপকের রচনাটি কোন সাহিত্যের অন্তর্গত? 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' রচনার আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের সাহিত্যের রূপটির সাথে উপন্যাসের মিল থাকলেও দুটি ভিন্ন ধারার-বিশ্লেষণ করো।

৪. 'সেই ছেলেটি' নাটিকাটিতে একটি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। একই সাথে প্রকাশ পেয়েছে শিশুর প্রতি বড়দের মমত্ববোধ। আরজু, সোমেন ও সাবু তিন বন্ধু একই স্কুলে একই শ্রেণিতে

পড়ে। কিন্তু বিদ্যালয়ে হেঁটে আসতে আরজুর খুব কষ্ট হয়। মাঝে মাঝে তার পা অবশ হয়ে আসে। বন্ধুদের সাথে সমান তালে চলতে পারে না।

ক. 'সুভা' গল্পে কোন তিথির কথা উল্লেখ আছে?

খ. প্রতাপ সুভার মতো সঙ্গী প্রত্যাশা করেছে কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের সাথে 'সুভা' গল্পের সাদৃশ্য চিহ্নিত কর।

ঘ. 'উদ্দীপকের আরজুর কষ্ট আর 'সুভা' গল্পের সুভার কষ্ট এক সুতোয় গাঁথা' – মন্তব্যটি তুমি সমর্থন কর কি? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর।

<u>খ অংশ-কবিতা</u>

৫. সৌহার্দ্য ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য কানাডা গেলেও মন পড়ে থাকে কর্ণফুলীর তীরের সেই ছায়াঘেরা গ্রাম নন্দীপুরে। নদীর দুতীরের প্রাকৃতিক শোভা ও শৈশবের স্মৃতি মনে করতেই সে আবেগতাড়িত হয়। তার ধারণা, বাংলা সাহিত্যসম্ভারের অনেক অংশ জুড়ে রয়েছে নদীর অবস্থিতি।

ক. বাংলা সাহিত্যে সনেটের প্রবর্তন করেন কে?

খ. 'স্নেহের তৃষ্ণা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকে সৌহার্দ্যরে অনুভূতি 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. "উদ্দীপকে যে ভাবটি প্রতিফলিত হয়েছে তা যেন 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার মূলভাব"- উক্তিটি মূল্যায়ন করো।

৬. শিলাইদহে পদ্মার উচ্ছল কল্লোল শুনে মনটা উদ্যমী হয়ে গেল। এই সেই পদ্মা যার মোহন রূপে তৈরি হয়েছিল সৃষ্টির মায়াজাল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গীতাঞ্জলি কাব্যের অধিকাংশ কবিতা রচনা করেছিলেন পদ্মার বুকে। পদ্মার অপূর্ব সান্নিধ্য, তার বিস্তৃত কল্লোল কবিমনকে জাগিয়ে তুলেছিল। আর প্রকৃতির এইঅপূর্ব সান্নিধ্যেই কবি সৃষ্টি করেছেন তার অপূর্ব কবিতাবলি।

ক. লক্ষ্মীপেঁচা কার জন্য গান গাইবে?

খ. 'আমি চলে যাব বলে' বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

গ. উদ্দীপকে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'উদ্দীপকে বর্ণিত পদ্মার অপূর্ব সৌন্দর্য কবিকে দিয়েছেন। কাব্য রচনার অনুপ্রেরণা।' উক্তিটি 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার আলোকে মূল্যায়ন করো।

৭. ‘শিল্পী, কবি, দেশী কি বিদেশী সাংবাদিক

খদ্দের, শ্রমিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, সমাজসেবিকা

সবাই এলেন ছুটে, পল্টনের মাঠে, শুনবেন

দুর্গত এলাকা প্রত্যাগত বৃদ্ধ মওলানা ভাসানী

কী বলেন। রৌদ্রালোকে দাঁড়ালেন তিনি দৃঢ়, ঋজু

শোনালেন কিছু কথা, যেন নেতা নন,

অলৌকিক স্টাফ রিপোর্টার।’

ক. বর্তমান বৃক্ষশোভিত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পূর্বনাম কী?

খ. বঙ্গবন্ধুকে কবির সাথে তুলনা করা হয়েছে কেন?

গ. উদ্দীপকের সাথে ‘স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো’ কবিতার কোন দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. ‘উদ্দীপকের ‘অলৌকিক স্টাফ রিপোর্টার’ এবং নির্মলেন্দু গুণের ‘কবি’ একসূত্রে গাঁথা’- উক্তিটির যৌক্তিকতা বিচার করো।

<u>গ অংশ-উপন্যাস</u>

৮. জমিদার মফিজ খাঁর নাম শুনলে প্রজারা ভয়ে কাঁপতে থাকে। তার হুকুমের অবাধ্য হলে সে প্রজার আর রক্ষা নেই। ইদানীং তার চেলা হিসেবে কাজ করছে হাসেম ব্যাপারী। সারাক্ষণ তাকে কুপরামর্শ দেয় আর নানা অজুহাতে প্রজাদের হালের বলদ, ঘরের টিন, পুকুরের মাছ ধরে নিয়ে আসে। কেউ প্রতিবাদ করলে তাকে গ্রাম ছাড়া করে। গ্রামের সালিস-বিচার সবই হাসেম ব্যাপারীর ইঙ্গিতে চলে। তাই সাধারণ মানুষ কানাঘুষা করে হাসেম ব্যাপারী যেন জমিদারের জমিদার।

ক. শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিল?

খ. যে মানুষের দৃষ্টিতে ভাষা নেই, বুধার মতে সে মানুষ কেন মানুষ নয়?

গ. উদ্দীপকের হাসেম ব্যাপারীর সাথে ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসে বর্ণিত আহাদ মুন্সি চরিত্রের সাদৃশ্যের দিকটি ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দিকটিই ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের একমাত্র দিক নয়Ñ যুক্তিসহ বুঝিয়ে লেখো।

৯. ৭ই মার্চের ভাষণ শুনে গর্জে ওঠে কলেজপড়–য়া আবু সাঈদ। ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। তাঁর নেতৃত্বে একের পর এক গেরিলা আক্রমণে অতিষ্ঠ পাকসেনারা। অপারেশন জ্যাকপটের সফল অভিযানের পর পাকসেনারা আবু সাঈদের গ্রামে আক্রমণ করে। বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। আর যাকে যেখানে পেয়েছে সেখানেই নির্মমভাবে হত্যা করে। একসময় আবু সাঈদ জানতে পায় স্বজন হারানোর খবর। কিন্তু সে আপসহীন। তার একটাই প্রতিজ্ঞা, এ দেশের মাটি থেকে ওদের তাড়াতেই হবে।

ক. কে বুধাকে 'মানিকরতন' বলে ডাকত?

খ. 'এবার মৃত্যুর উৎপাত শুরু করেছে ভিন্ন রকমের মানুষ'। এ কথা বলার কারণ কী?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কাহিনি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের যে বিশেষ দিকটির ইঙ্গিত করে তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'উদ্দীপকের আবু সাঈদের মনোভাবই যেন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মূল বক্তব্য।' যুক্তিসহ প্রমাণ করো।

<u>অংশ ঘ-নাটক</u>

১০. মা কেঁদে কয়, 'মঞ্জুলী মোর ওই তো কচি মেয়ে

ওরই সঙ্গে বিয়ে দেবে, বয়সে ওর চেয়ে

পাঁচগুণো সে বড়-

তাকে দেখে বাছা আমার ভয়েই জড়োসড়ো

এমন বিয়ে ঘটতে দেব নাকো।'

বাবা বললে, 'কান্না তোমার রাখো।

পঞ্চাননকে পাওয়া গেছে অনেক দিনের খোঁজে

জাননা কি মস্ত কুলীন ওযে!

সমাজে তো উঠতে হবে

সেটা কি কেউ ভাবো?

ওকে ছাড়লে পাত্র কোথায় পাব!'

ক. 'বহিপীর' নাটকের শেষ সংলাপটি কার?

খ. হাতেম আলি তাহেরাকে পীরের হাতে দিলেন না কেন?

গ. উদ্দীপকে ‘বহিপীর’ নাটকের কোন সামাজিক অসংগতি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের মঞ্জুরির বাবা কি তাহেরার বাবার সার্থক প্রতিনিধি? তোমার মতামত দাও।

১১. লালসালু উপন্যাসের ভণ্ডপীর মজিদ কিশোরী জমিলাকে বিয়ে করে মাজারের সেবায় নিয়োজিত করে। কিন্তু জমিলা মজিদের ভণ্ডামির রহস্য বুঝতে পারে। সে মজিদের অবাধ্য হয়ে ওঠে। মজিদের গায়ে থু-থু মারে। স্বামী হিসেবে মজিদকে মেনে নেয়নি। বরং সে মজিদের বিরুদ্ধে আরও প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। মজিদ শুধু বলে, নাফরমানি করিয়ো না।

ক. “কিন্তু আমাদের বজরায় কী হচ্ছে বুঝতে পারছি না” – উক্তিটি কার?

খ. বহিপীর বইয়ের ভাষায় কথা বলেন কেন?

গ. উদ্দীপকের মজিদ ও ‘বহিপীর’ নাটকের বহিপীর চরিত্রের সাদৃশ্য দেখাও।

ঘ. উদ্দীপকের জমিলা চরিত্রটি ‘বহিপীর’ নাটকের তাহেরা চরিত্রটিকে পুরোপুরি নির্দেশ করে কি? বিচার করো।